ইসলামের সমালোচনা।

(সম্প্রতি হল্যান্ডের চিত্র-নির্মাতা ভ্যান গগ রাস্তার ওপরে খুন হয়েছেন মুসলমানের হাতে। কারণ, তিনি ইসলামে নারী-নির্যাতনের ওপরে সিনেমা বানিয়েছেন)।

রহিম যেটা দেখছে সবুজ, করিম সেটা দেখছে লাল, প্রশংসা যার করছে যদু, মধু তাকে দিচ্ছে গাল।
তুই যেটাকে লম্বা দেখিস, মোল্লা সেটা দেখছে গোল, এক অরূপের অজস্র রূপ, বড্ড লাগায় গন্ডগোল।

বন্ধুঃ- "পষ্ট এটা দেখছি হলুদ ! নিজের চক্ষে দেখছি যে! অথচ নীল বলছিস তুই? ভালো করে দ্যাখ নিজে"।
বন্ধুঃ-"হলুদ এটা? বলিস কি রে!! দিব্যি দেখছি নীল ও রং! হায় হায় হায় রং-কানা তুই! চশমা নেরে তুই বরং!"

সবার চোখেই একেক রঙ্গের চশমা, তা কেউ পায় না টের, সবাই একেক রঙ্গের দেখে এক ঘটনা, এক রঙ্গের।
দুই চশমায় মিললে মধুর "স্লামালেকুম!", "সুপ্রভাত!!", না মিললেই "ধর শালাকে" - "মার শালাকে"'র সুত্রপাত।
নিজের নিজের বিশ্বাসটা-ই "অটল সত্যরূপ" ধরে, নেই পরোয়া কে হয় তাতে খুশী, কে হয় ক্ষুব্ধ রে!
আসল সত্য কোথায় থাকে, কে জানে তার হয় কি রূপ, বিশ্বাসেরই "সত্যে" সবাই হয়তো খুশী, নয় বিরূপ।
মাতাল ভাবে, সে ঠিক আছে, - দুনিয়াটাই খাচ্ছে টাল! বিশ্বাসেরই "সত্য" খেয়ে আমরা সবাই পাঁড় মাতাল !!

আমরা বলে থাকি আমাদের আত্ম-সমালোচলনা করার দরকার আছে। কথাটা শুনতে একেবারে হৃদয়হরণ মধুর। কিন্তু তার গোড়ায় গলদ আছে কারণ, আমরা সবাই পাঁড় মাতাল। এই মাতলামীর জন্য কোন সমালোচনাই আত্মসমালোচনা নয় মওলানা-পাদ্রী-পুরুতের কাছে। সমালোচনা পছন্দ হলেই "মারহাবা মারহাবা" বলে সেটা মাথায় তোলা হয় আর খুব প্রচার করা হয়। আর মতে না মিললেই "মার শালাকে"'র সুত্রপাত। ইতিহাসে লক্ষ মানুষের রক্তে রাঙ্গা হয়ে আছে যার হাত, আত্মসমালোচনা করলেই সেই কোমল হৃদয় জামাতির নরম দিল-এ বড়ই আঘাত লাগবে আর তিনি বলে উঠবেন, - "উহ! বড্ড লেগেছে!!" তখন মওলানা আকরাম খানের মাথায় নেমে আসবে "শায়খুল হাদিস"-এর অনৈসলামিক হুংকার আর অপমান (আজিজুল হকের সহি বুখারি)। অথবা নেমে আসবে মৃত্যুদন্ডের খাঁড়া ব্ল্যাসফেমি আইন, জিজ্ঞেস করে দেখুন পাকিস্তানের ডঃ ইউনুসকে, মিসরের নাওয়াল সাদাবীকে আর ডঃ নসর জায়েদকে।

কিন্তু তবু করতে হয়। ধর্ম, ওষুধ, আইন, রাষ্ট্র ইত্যাদি যা কিছু মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রন করে সেগুলো নিয়ে নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিচার-বিশ্লেষণ করার খুব দরকার আছে মানুষের চলমান সমাজের মঙ্গলের জন্যই। মানুষের ইতিহাস আবার ওগুলোর অপব্যবহারে ভর্তি। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে সমালোচকদের একটা বড় অংশ জানেন না কিভাবে এই সংবেদনশীল কাজটা করতে হয়। এর জ্বলন্ত উদাহরণ হলেন হল্যান্ডের চিত্র-নির্মাতা ভ্যান গগ। সম্প্রতি তাঁকে রাস্তার ওপরে গুলি করার পর জবাই করে খুন করেছে এক মুসলিম। কারণ তিনি যেভাবে সিনেমাটা বানিয়েছেন ইসলামে নারী-নির্যাতনের ওপরে, সেটা তার পছন্দ হয় নি।

ভালো! মুসলিম সমাজে তো নারী-নির্যাতন হয়ই! শারিয়ার নির্যাতনগুলোকে জামাতিরা "আল্লার মেহেরবাণী" বলে প্রমাণ করে আর প্রচার করে। চিরকাল তার প্রতিবাদ করেছেন বহু মুসলমান আর অমুসলমান পন্ডিত দার্শনিক তাঁদের নিবন্ধ-বক্তৃতা আর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিয়ে। আমীর আলী (আর ডঃ রাশাদ খলীফা?) যেমন বলেছেন সুরা নিসা আয়াত ৩৪-এ বৌ-পেটানো হল অনুবাদের ভুল, ডঃ সাচেদিনা বা আসগর আলী ইঞ্জিনিয়ারের মত পন্ডিতেরা বলছেন ওটা ছিল তখনকার ব্যাপার, চিরকালীন নয়। অমুসলিম লেখকরাও বলেছেন অনেক কথাই। কার্ল আর্নষ্ট (ফলোয়িং মুহম্মদ) বলেছেন, - নিজেদের

সমাজে নারী-নির্যাতনের ভুরি ভুরি উদাহরণ রেখে পশ্চিম ভাব দেখায় যে পৃথিবীর সব মুসলিম নারী জেলখানায় বন্দী, আর পশ্চিম তাদের উদ্ধার করে একেবারে স্বর্গে পৌঁছে দেবে। কিন্তু তা হয় না। তাঁদের গর্বিত মুসলিম পরিচয় বজায় রেখেই মুসলিম নারীরা সংগ্রাম করছেন এ কারাগার ভেঙ্গে বের হয়ে আসতে, তাঁদেরকে কথায় কাজে সমর্থন করাটাই দরকার।

কিন্তু ভ্যান গগ-এর প্রতিবাদ? শোনা যাক MuslimChronicle@yahoogroups.com থেকে সারাংশঃ- তাঁর সিনেমার শুরুটা হচ্ছে এক মুসলিম নারী নামাজ পড়ছেন। তাঁর মুখ ঢাকা, এবং শরীর প্রায়-নগ্ন। তাঁর বুক, নাভির অংশ আর উরুতে লেখা আছে কোরাণের সুরা - ঢাকা আছে বাতাসের মত পাতলা কাপড় দিয়ে, সে কাপড় নেই বললেই হয়। আয়াত উচ্চারণ করে নামাজ পড়ছেন তিনি, এবং রুকুতে গিয়ে সেজদা-ও দিচ্ছেন।

এ এক ভয়াবহ দৃশ্য। এ এক কুৎসিৎ এবং অসৎ দৃশ্য। এ অপকর্মের মূল্যে ভ্যান গগকে প্রাণ দিতে হল, মুসলিম সমাজকেও হিংস্রতার দিকে ঠেলে দেয়া হল। এ ধরণের অপকর্ম আগেও হয়েছে। ''মাগীবাজ নবী'' নামের বই প্রকাশ করে রাজপাল এই একই কান্ড করেছিল কলকাতায় ১৯২৬ সালে (রঙ্গীলা রসুল)। অনতিবিলম্বে খুন হয়ে গিয়েছিলেন রাজপালও, মারাত্মক দাঙ্গা শুরু হয়েছিল হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে। এরই সমান্তরাল শুদ্ধি অভিযানের স্বামী শ্রদ্ধানন্দ খুন হলে দিল্লীতে মওলানা জওহরের বক্তৃতায় উৎসাহিত উদ্বুদ্ধ উত্থান ঘটে শতাব্দীর মৌলবাদী মৌদুদির। পুরোটাই খুন-জখমের বিপুল লোকসানের বেদনাদায়ক ইতিহাস।

সাংস্কৃতিক তফাৎ এতটাই গুরুত্বপূর্ণ। ভ্যান গগ-এর কাছে যা হয়ত অনুপম শিল্পকর্ম, মুসলিম সমাজে তা অসহ্য অপকর্ম। বাস্তবে এ দিয়ে কোন নারী-অধিকারই রক্ষা করা যায় না, জনগোষ্ঠিকে অহেতুক ক্ষেপিয়ে তোলা যায়। আর, জনতা যতই ক্ষেপে ওঠে ততই জামাতির নেতৃত্বে বন্দী হয়ে পড়ে। ঠিক এমনই এক মহাক্ষতি করেছেন সালমান রুশ্‌দীও। মিডনাইট চিলড্রেন-এর মত চমৎকার বইয়ের এই প্রতিভাবান লেখক হঠাৎ লিখলেন এক থার্ডক্লাশ বই, স্যাটানিক ভার্সেস। ইসলামের মূল কেতাব সম্বন্ধে লেখকের অজ্ঞতায় ভরা এ বইতে ইসলাম-মুসলিমের কোন সমস্যার বিশ্লেষণও নেই, সমাধানের কোন চেষ্টা-পরামর্শও নেই। আছে শুধু ইসলাম আর নবীজীকে নিয়ে নোংরা প্রহসন আর ঠাট্টা-তামাশা।

এটা ঠিক যে আমরা মুসলমানেরা ঘর-পড়া গরুর মত সর্বদা উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকি। সন্ধ্যার যে মেঘ দেখে কবিগুরু প্রিয়তমাকে বলেন - ''তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা'', সেই একই মেঘের স্বর্ণরং দেখলে ঘর-পড়া গরুরা আগুন ভেবে আতংকে ছুটতে শুরু করে। ভেতরে বাইরে থেকে আঘাত খেতে খেতে আমাদের অবস্থা এখন এমন ল্যাজে-গোবরে যে দড়ি দেখলেও সাপ মনে হয়। আর জামাতিরা তো গাছের পাতাটা নড়লেও ''ইসলামের ওপরে আঘাত'' বলে হৈ হৈ চ্যাঁচামেচি করে ইসলামের মালিকানা হাতানোয় সিদ্ধহস্ত। মুসলিম-সমাজের সমালোচনা আর ইসলামের সমালোচনা যে এক বস্তু নয় তা তাঁরা বোঝেন কি না জানি না, কিন্তু প্রায়শঃই তারা কপাল কুঁচকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, ইসলামের ওপরে সাংঘাতিক আঘাত এসেছে। এবং ইসলাম বাঁচানোর সাংঘাতিক দায়িত্বটা শুধু তাঁদেরই, সেই গুরুভারে তাঁরা সর্বদাই ঘর্মাক্ত চ্যাপ্টা হয়ে আছেন। কোরাণে আল্লা যে বলেছেন ইসলামকে তিনিই রক্ষা করবেন, তার ওপর তাঁরা আর বিশেষ ভরসা রাখতে পারছেন না, খুন করার জন্য সর্বদাই তাঁরা মুরতাদ খুঁজে বেড়াচ্ছেন । তাঁরা তেরশ' বছরে প্রায় সব সমালোচককেই ''মুরতাদ'' বলেছেন, সুযোগ পেলেই খুন করেছেন। ভিন্নমতের প্রতি সহিষ্ণুতার অভাব, অতিরিক্ত স্পর্শকাতরতা, সমালোচনা দেখলেই আঁৎকে ওঠা, ডান্ডা-পিস্তল হাতে খুন করতে দৌড়ানো- ইত্যাদি কারণে অন্য ধর্মের চেয়ে ইসলাম-মুসলিমের সমালোচনা করা ঢের বেশী জটিল

ও কঠিন।

কিন্তু তবু, সমালোচকদের দায় থেকে যায়। হোক জামাত অসৎ, সমালোচক অসৎ হবেন না। হোক জামাত অসুন্দর, সমালোচক অসুন্দর হবেন না। হোক জামাত ঠকবাজ, সমালোচক ঠকবাজ হবেন না। করুক জামাত ব্যক্তিগত আক্রমন, তিনি তা করবেন না। তাঁকে বুঝতে হবে, মুসলিম সমাজ অন্য সমাজের মত নয়। এর মত সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সম্ভবতঃ দুনিয়ার অন্য কোন ধর্মাবলম্বীদের নেই। দুনিয়াময় এ সমাজের বিশাল ব্যাপ্তি আর সাংস্কৃতিক ভিন্নতা একে করে তুলেছে অনন্য-একক, অন্য ধর্ম দিয়ে একে বিচার করা যায় না। অন্য ধর্মাবলম্বী দিয়েও মুসলমানকে বিচার করা যায় না।

মানবাধিকার লংঘন সব সমাজেই একটা অসুখের মত। মুসলিম সমাজে মানবাধিকার লংঘনের কিছু নিজস্ব উপাদান আছে, এ অসুখের ওষুধ আর তার ডোজ বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন হতে বাধ্য। কারণ একই অসুখের বিভিন্ন ওষুধ হতে পারে। আবার একই ওষুধের ডোজ ভিন্ন রোগীর জন্য ভিন্ন হয়ে পারে, বাচ্চা আর বড়দের জন্যও ভিন্ন হতে পারে। কোন ওষুধ এমনও হতে পারে যে এক রোগীকে ভালো করলেও অন্য রোগীর জন্য তা বিষ, সেজন্যই কিছু ওষুধের গায়ে লেখা থাকে - ‘‘অমুক অসুখ থাকিলে এই ওষুধ খাইবেন না’’।

অ্যামেরিকার কোন একটা মিউজিয়মে বোতলের ভেতরে মূত্রের মধ্যে জেসাস খ্রাইষ্টের ছোট্ট মূর্তি রাখা আছে, খ্রীষ্টানরা ছি ছি করে বটে, তবে ‘‘শিল্পী’’কে খুন করতে দৌড়োয় না। কিন্তু - মনে রাখজতে হবে যে সমালোচনা গ্রহণ করার ক্ষমতা মুসলিম সমাজের বড়ই কম। সমাজ কোন কিছু গ্রহণ করতে না পারলে জোর করে সেটা চাপিয়ে দিলে ক্ষতি হতে বাধ্য। সে চেষ্টায় শুধু রক্তপাতই ঘটবে, কাজের কাজ কিছুই হবে না। কিন্তু তা-ই বলে এ নয় যে তাঁকে খুন করাটা ন্যায় হয়েছে। খুনী খুনী-ই। আইন হাতে তুলে নিলে সে হল ক্রমিন্যাল, যেমন গ্রাম-বাংলার ফতোয়াবাজরা।

বনের পাখী নিজের মনে গান গায়, কে শুনল না শুনল তাতে তার কিছু আসে যায় না। কিন্তু ভিন্ন ধর্মীয়দের সাথে গুরুতর বিষয়ে কথা বলতে হলে সে সম্প্রদায়ের মুখের চলতি ভাষা আর মনের সাংস্কৃতিক ভাষা জানা চাই। প্রথম দিকের বৃটিশ ভারতে বাংলার গ্রামে পাদ্রী উইলিয়াম কেরী বক্তৃতায় লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন-এর বাংলা করে ‘‘উপস্থিত মাগী ও মিন্ষেবৃন্দ’’ বলায় খুব হট্টগোল হয়েছিল- (কেরী সাহেবের মুন্সী - প্রমথনাথ বিশী)। একই ভুল করেছনে চিত্র-নির্মাতা ভ্যান গগ। তিনি যে সমাজের মানুষ নগ্নতা সেখানে নগ্ন নারীদেহ না দেখালে সেখানে শিল্পকলা থেকে কোম্পানীর বিজ্ঞাপন কিছুই হয় না। নগ্নতার বিষয়ে মুসলিম সমাজের বিস্ফোরক মানসিকতার সাথে তাঁর পরিচয় না থাকারই কথা। কিন্তু অজ্ঞতার দোহাই দিয়ে দায়িত্ব এড়ানো যায় না। ন্যায়-অন্যায়ের ব্যাপার এটা নয়, নীতি-অনীতিরও নয়। একাত্তরের বা প্যালেষ্টাইনের আত্মঘাতি বালক-কম্যান্ডোর মত এসব হল রুদ্র বাস্তব যার একটা নিজস্ব আলাদা ব্যাকরণ আছে। মুসলিম সমাজের মঙ্গলের জন্য যে কারো প্রচেষ্টা সে ব্যাকরণ মেনেই করতে হবে।

সব সমালোচক অভিজ্ঞ চিকিৎসক হবেন না নিশ্চয়ই। কারো কিছু ভুল হবে, তাতে অসুবিধে নেই। কিন্তু সব সমালোচককে একটা মৌলিক নীতি মানতেই হবে, তা অন্যেরা বুঝুক বা না-ই বুঝুক।

নীতিটা হল, শাসন করা তারই সাজে, সোহাগ করে যে গো।

ধন্যবাদ।

১৬ই নভেম্বর ৩৪ মুক্তিসন